দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বেসরকারী শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তি ৮ মাস ধরে বন্ধ, ২২ হাজার আবেদন ঝুলছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ঃ দেশে একদিকে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, অন্যদিকে টানা আট মাস বন্ধ রয়েছে এমপিওভুক্তি (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার)। প্রায় ২২ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির আবেদন ঝুলছে, ভুক্তভোগীরা আর্থিক ও মানসিক হয়রানির মুখে পড়েছেন। শিক্ষা অধিদফতর থেকে এমপিওভুক্তির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে নেবার সিদ্ধান্ত আদালত স্থগিত করায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ পাওয়া সম্পর্কে বিদ্যমান নৈরাজ্য প্রকট হয়েছে। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের ৪৮৭ বেসরকারী কলেজের ব্যাপারে পৃথক পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এসব প্রজ্ঞাপনের আমলাতান্ত্রিক ম্যারপ্যাঁচে শিক্ষকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ।

জানা যায়, দেশের স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের গত নবেম্বরের পর থেকে এমপিওভুক্তি হয়নি। ফলে শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত ছাড়াও নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা পড়েছেন দুর্ভোগের কবলে। সাধারণত প্রতি তিন মাস পরপর এমপিও সংশোধন হলেও তা প্রায় আট মাস বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে এমপিওভুক্তি নিয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম কমানোর লক্ষ্যে অধিদফতর থেকে মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড স্থানান্তর করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিপত্তি। একজন আইনজীবী উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করলে অধিদফতর থেকে মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির বিষয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষা অধিদফতরে কতিপয় সুবিধাভোগী কর্মচারী নেতা এই মামলার নেপথ্যে রয়েছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪৮৭ কলেজের ব্যাপারে পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর সারাদেশে বেসরকারী কলেজে জনবল কাঠামো বহির্ভূত প্রায় দশ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী চিহ্নিত করেছে। সব মিলিয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের কেউবা পড়েছেন হয়রানির মুখে, কেউবা আছেন আতঙ্কের মধ্যে। জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৫৪ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কোড পরিবর্তন করে ডিগ্রী স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব কলেজ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়াই ইন্টারমিডিয়েট স্তর থেকে ডিগ্রী স্তরে উন্নীত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল।

একত্রিশ কলেজের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ ছাড় করার নির্দেশ দেয়া হলেও এসব কলেজের প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক-কর্মচারী গত চার মাসের বকেয়া পাবেন কিনা তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছেন। এসব কলেজ থেকে কোন পরীক্ষার্থী ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ না নিলেও শূন্যভাগ পাসের অভিযোগে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু গত ১২ মে এক আদেশে স্থগিত বেতন-ভাতার সরকারী অংশ ছাড় করার নির্দেশ জারি হলেও শিক্ষা অধিদফতর বলছে, ভুক্তভোগী শিক্ষকদের বকেয়া দেবার কথা আদেশে বলা হয়নি। স্থগিত বেতন ছাড় হলেও চার মাসের বকেয়া বেতন এসব শিক্ষক-কর্মচারী পাবেন কিনা তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধূম্রজাল। বালুয়াম আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান বলেন, শিক্ষা অধিদফতর থেকে বলা হচ্ছে যেহেতু বকেয়া বেতনের ব্যাপারে আদেশে কিছু বলা নেই, সেহেতু তাঁরা কোন পদক্ষেপ নিতে পারবেন না। তিনি বলেন, গত চার মাস শিক্ষক-কর্মচারীরা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে চাকরি করেছেন। মন্ত্রণালয় সবকিছু বিবেচনা করেই যেহেতু বেতন ছাড় করেছে সেহেতু বকেয়া প্রদান খুবই যৌক্তিক।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২২ কলেজকে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রী স্তরে উন্নীত করলেও ২০০৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসের হার শূন্য হওয়ায় বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে ৮০ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা কোন্ স্তরে এমপিওভুক্ত হয়ে বেতন-ভাতার সরকারী অংশগ্রহণ করছে তা জানানোর জন্য শিক্ষা অধিদফতরের কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষকদের নিয়োগ এবং এমপিওভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ সম্প্রতি জনকণ্ঠকে বলেন, এমপিওভুক্তির জন্য জমা হওয়া আবেদন যাচাই-বাছাই চলছে। অচিরেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে বলে তিনি আশাবাদী। এমপিওভুক্তির বিষয়টি অধিদফতর থেকে মন্ত্রণালয়ে নেয়া সম্পর্কে মহাপরিচালক বলেন, বিষয়টি বিচারাধীন।